ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৮২৬

আগরতলা,২৬ সেপ্টেম্বর,২০১৯

রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল এবং আজ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী থাওয়ার চান্দ গেহলট এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজ্যের যে সমস্ত প্রস্তাব এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ বাকি রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার যে অসমাপ্ত কাজ রয়েছে তা সম্পূর্ণ করার অনুরোধ জানান। এছাড়াও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের দ্রুত অনুমোদনের উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী রোজভ্যালি চিটফান্ড এবং দুই সাংবাদিক হত্যাকান্ডে সি বি আই তদন্ত দ্রুত শেষ করার জন্য অনুরোধ জানান। দুই সাংবাদিকের পরিবার যাতে দ্রুত ন্যায় পায় মুখ্যমন্ত্রী তারজন্য অনুরোধ করেন। দুটি টি এস আর ব্যাটেলিয়নে যাতে আরও লোক নিয়োগ করা যায় সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বেকার যুবকদের স্বার্থে দুটি টি এস আর ব্যাটেলিয়ন রাজ্যের বাইরে নিযুক্ত করার দাবি জানান। রাজ্যের জনজাতিদের বিভিন্ন ইস্যু এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতির বিষয় খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটির কাজ ত্বরান্বিত করতে তিনি দাবি জানান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের এই সমস্ত বিষয়গুলির দ্রুত সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে আলোচনাকালে ডোনার মন্ত্রকের যে সমস্ত এন এল সি পি আর প্রকল্প বকেয়া রয়েছে তার অনুমোদন দেওয়ার অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রক যাতে তাদের বাজেট বরাদ্দের ১০ শতাংশ অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য ব্যয় করে তা সুনিশ্চিত করতেও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়া যে সমস্ত রাজ্য বিভিন্ন প্রকল্প দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে তাদের আরও অর্থ অনুমোদন দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে রাজ্যের বকেয়া প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শেখাওয়াত জলসেচ প্রকল্পের জন্য ১৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে সম্মত হয়েছেন। এছাড়াও ৯৭.১৭২২ কোটি টাকা ব্যয়ে জলসেচের জন্য ৩০০টি গভীর নলকূপ খননের সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

***২-এর পাতায়

এগুলির মাধ্যমে ৪১০০ হেক্টর এলাকায় জলসেচ করা যাবে। ১৫.৪৫৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করে ২৩১টি শ্যালো টিউবওয়েল খননের অনুমোদনও দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এছাড়াও রুদ্রসাগর লেইকের সংস্কার, খনন এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ১৬০.৪২৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এর ফলে ৪৪৮ হেক্টর এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা যাবে এবং এই স্থানটি পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। চম্পকনগরে একটি ডেম গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব পেশ করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন। উল্লেখ্য, এই ডেমটি গড়ে উঠলে আগরতলায় পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই দূর হবে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এছাড়াও আজ সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের মন্ত্রী থাওয়ার চান্দ গেহলটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রতনলাল কাটারিয়া, সামাজিক ন্যায় ও দিব্যাঙ্গজন মন্ত্রকের সচিবও উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় এস সি, এস টি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং এক্সেসেবল ইন্ডিয়া প্রচার অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ৭.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি দালান বাড়ির রেট্রোফিটিং-র কাজের অনুমোদন দিয়েছেন। ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৮টি ভবনের রেট্রোফিটিং-র কাজ করারও অনুমোদন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন প্রস্তাব পাওয়া গেলে ত্রিপুরায় একটি ড্রাগ ডি-এডিকশন সেন্টার স্থাপনের জন্য অর্থ মঞ্জুর করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। দিব্যাঙ্গজনরা যাতে তাদের জেলাতেই পুনবার্সনের সুবিধা পেতে পারেন সেই জন্য ত্রিপুরার চারটি নতুন জেলায় প্রতিবন্ধী পুনবার্সন কেন্দ্র (ডি ডি আর সি) খোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই কেন্দ্রগুলির খোলার অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এছাড়াও আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর আগে রাজ্যে নেওয়া অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য ত্রিপুরাকে ১০১৮.৮৫ কোটি টাকা এককালীন বিশেষ সহায়তা করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি এছাড়াও অতিরিক্ত মার্কেটবরোইং-র পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৪৫২.৮৪ কোটি টাকা করারও অনুরোধ জানিয়েছেন। ত্রিপুরায় আরও পরিকাঠামোগত প্রকল্পের কাজ যাতে শুরু করা যায় সেজন্য আর আই ডি এফ-র পরিমাণ বর্তমান ২০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ কোটি টাকা করার অনুরোধ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বরোইং-র সীমা বাড়ানোর বিষয়ে এবং এবছর ত্রিপুরায় নাবার্ডের সহায়তা বাড়ানোর বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়াও তিনি অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্যে এককালীন সহায়তা করার বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

*****